...৬৬৬-62

তারিখ ... 03 APR 1996...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭ ......

দৈনিক বাংলা

খুলনায় ছাত্র সংঘর্ষঃ ৩টি কলেজ বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ খুলনা, ২ এপ্রিল।– আজ সকালে স্থানীয় সুন্দরবন কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের পৃথক পৃথক মিছিলে আপত্তিকর স্লোগান কেন্দ্র করে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। দু'পক্ষের এই সংঘর্ষে একজন ছাত্রীসহ পৃথক পৃথক ঘটনায় মোট ৬ জন আহত হয়। পরে এই ঘটনা অন্য দুটি কলেজে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজনার কারণে নগরীর ৩টি কলেজ দু'দিন বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, আজ সকাল ১১টায় সুন্দরবন কলেজে পৃথক পৃথকভাবে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ মিছিল করছিল। আপত্তিকর স্লোগান দেয়া হলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে এই সময় ১০/১৫ রাউন্ড গুলি ও বোমার শব্দ শোনা যায়। এই সংঘর্ষে কলেজের ৩য় বর্ষের ছাত্রী নাহিদ সুলতানা চাপা, মিতুন ও হিরো আহতন হয়ে সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়।

আজ বিকালে বিএনপি কার্যালয়ে ছাত্রদল এক সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘটনার জন্য ছাত্রলীগকে দোষী করে। ছাত্রদল সভাপতি জনাব তুহিন লিখিত বক্তব্যে বলেন, ছাত্রলীগের কতিপয় সন্ত্রাসী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিরীহ ছাত্র/ছাত্রীদের উপর হামলা চালায়। তারা কলেজ সংসদের অফিস কক্ষে প্রবেশ করে দলের নেতা/নেত্রীদের ছবিসহ আসবাবপত্র ভাংচুর করে। পরে এই সন্ত্রাসী গ্রুপ আজম খান সরকারী বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ে এসে গুলিবর্ষণ ও বোমা ফাটায়। তারা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের খুঁজতে থাকে। কলেজ অধ্যক্ষ কক্ষে লুকিয়ে থাকা ছাত্র সংসদের সাহিত্য সম্পাদক ছাত্রদল নেতা তরিকুল আলমকে ক্ষুর দিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করে। এই মোটর সাইকেল বাহিনী পরে সিটি কলেজে এসেও ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের খোঁজ করে। এখানে কাউকে না পেয়ে তারা ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে চলে যায়। বিএনপি অফিসের পিয়ন জালালকে এই বাহিনী সিমেট্রি রোডে পেয়ে মারপিট করে। তাকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নগরীতে বিক্ষিপ্তভাবে অন্য কয়েকটি ঘটনায় প্রদীপসহ দু'জন আহত হয়েছে।

ছাত্রদল নেতা সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ছাত্রলীগের এই অস্ত্রধারীরা প্রকাশ্যে ঘুরে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করলেও পুলিশ প্রশাসন তাদের কিছু বলছে না। ছাত্রদল পুলিশের ভূমিকার নিন্দা জানিয়েছে।

এদিকে আজ সন্ধ্যায় স্থানীয় প্রেসক্লাবে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর লিয়াজোঁ কমিটির পক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। কমিটির আহবায়ক এডভোকেট মঞ্জুরুল ইমাম লিখিত বক্তব্যে বলেন, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরও খুলনায় বিএনপির সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধ হয়নি। তারা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে মিছিল করছে। বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের হুমকী দিচ্ছে। তাদের বাড়িতে হামলা চালাচ্ছে। চলমান আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করায় খুলনার উপপ্রধান তথ্য অফিসার কবি রবীন্দ্র গোপকে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা জীবননাশের হুমকী দিয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেন। এতে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির আশংকা দেখা দিয়েছে। নগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উত্তেজনা দেখা দেয়াতে সুন্দরবন সরকারী মহাবিদ্যালয়, খুলনা সরকারী সিটি কলেজ ও আজম খান সরকারী বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বুধবার এবং বৃহস্পতিবার ক্লাস বন্ধ ঘোষণা করেছে।

খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের এক আদেশে আজ সকাল ১০টা থেকে নগরীতে জারীকৃত ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে বলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।